যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

২০১৮

জেগেছে যুব গড়বে দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম, ২০১৮

Activities of the Department of Youth Development, 2018

জেগেছে যুব গড়বে দেশ,
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

মনোগ্রাম

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
Department of Youth Development
Ministry of Youth & Sports
Website - www.dyd.gov.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ
মোঃ শহিদুজ্জামান
(অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

পৃষ্ঠপোষক ঃ
আ. ন. আহম্মদ আলী
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রধান সম্পাদক ঃ
আবুল হাছান খান
(যুগ্ম-সচিব)
পরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

সম্পাদক ঃ
মোঃ মোখলেছুর রহমান
উপ-পরিচালক (আত্মকর্ম ও প্রকাশনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রকাশনা সহযোগী ঃ
অশোক কুমার সাহা
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

প্রচ্ছদ ঃ
মোঃ নূর-ই-আহসান
গ্রাফিক ডিজাইনার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

বিষয়বস্তু প্রণয়ন ঃ
সৈয়দ আবদুল কাইয়ূম
উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

আলোকচিত্রী ঃ
মোঃ লুৎফর রহমান
ফটোগ্রাফার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

মুদ্রণে ঃ
বিজি প্রেস।

সূচিপত্র

নং	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১.	ভূমিকা, আমাদের পক্ষ থেকে আহ্বান	০১
০২.	অধিদপ্তরের সম্পাদনযোগ্য কর্মাবলি, ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্যাবলি,	০২-০৩
০৩.	সাংগঠনিক কাঠামো, অধিদপ্তরের কার্যক্রম	০৩-০৯
০৪.	যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ, অধিদপ্তরের রাজস্বখাতভুক্ত ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি, যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	০৯-১৬
০৫.	কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম	১৬-১৮
০৬.	সমাপ্ত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কার্যক্রম	১৮-১৯
০৭.	যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম	১৯-২০
০৮.	শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের কার্যক্রম	২০-২২
০৯.	সমাপ্ত বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের কার্যক্রম	২২-২৩
১০.	অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কণ্ডিশনিং এণ্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ প্রকল্পের কার্যক্রম	২৩-২৪
১১.	চলমান প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম	২৪-২৮
১২.	অন্যান্য কার্যক্রম	২৮-৩০
১৩.	অননুমোদিত প্রকল্পসমূহ	৩১-৩৩
১৪.	ভবিষ্যত পরিকল্পনা	৩৩-৩৪
১৫.	বর্তমান সরকারের অর্জন	৩৫
১৬.	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	৩৬

ভূমিকা ঃ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি যুবসমাজ। যুবদের মেধা, সৃজনশীলতা ও প্রতিভা একটি জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে করে পরিশীলিত। যুবরাই পুরাতন ধ্যান-ধারণাকে পরিহার করে সমাজে আধুনিক চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটায়। এছাড়া রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ যুবদের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে ঋদ্ধ যুবসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে এ কথা নিঃসংকোচে বলা যায়। বাংলাদেশ বর্তমানে জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সুবিধার দেশ। জনসংখ্যাতাত্ত্বিক এ সুবিধা কাজে লাগিয়ে দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে হলে দেশের যুবসমাজকে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

যুবসমাজকে দায়িত্ববান, আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে সুসংগঠিত উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠিকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এ বয়সসীমার জনসংখ্যা ২০১১ সালের আদম শুমারি ও গৃহ গণনা অনুযায়ী ৪ কোটি ৮০ লক্ষ ২৪ হাজার ৭০৪ জন যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। জনসংখ্যার প্রতিশ্রুতিশীল, উৎপাদনক্ষম ও কর্মপ্রত্যাশী এই যুবগোষ্ঠিকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিপুল যুবশক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

১৯৮১ সাল থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজস্ব কর্মসূচি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ট্রেডে ৫৫ লক্ষ ০১ হাজার ৫৯০ জন যুবক ও যুবমহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত প্রশিক্ষিত যুবদের মধ্যে একই সময়ে ২১ লক্ষ ৩২ হাজার ১৬৮ জন যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে সক্ষম হয়েছে। তন্মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ০২ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং ৭৪ হাজার ৭৪৩ জন আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছে । অধিদপ্তরের ঋণ কর্মসূচির শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত ০৯ লক্ষ ০৯ হাজার ৩৩ জন উপকারভোগীকে ১৭১৯ কোটি ৯২ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ২৮ হাজার ১১৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১৩৮ কোটি ৮১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ আদায়ের গড় হার ৯৫.২৩%। আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্পে নিয়োজিত যুবদের মাসিক গড় আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- হাজার টাকা পর্যন্ত। অনেক সফল আত্মকর্মী মাসে লক্ষাধিক টাকা আয় করে থাকে। এছাড়া, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবমহিলা বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরি লাভ করেছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে চাকুরি লাভে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের পক্ষ থেকে আহ্বান ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বেকার যুবদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে তাদের স্বাবলম্বী করার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। তাদের কর্মস্পৃহা এবং কর্মোদ্দীপনা কাজে লাগিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে যুবদেরকে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্যে দেশের সকল জেলা ও উপজেলায়

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যালয় রয়েছে। এছাড়া, দেশের ৬৪টি জেলায় আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। তদুপরি দেশের সকল উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে। জেলা ও উপজেলায় এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আবাসিক ও অনাবাসিক এবং স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের প্রচার স্বল্পতার কারণে বহু যুবক ও যুবমহিলার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আমরা দেশের সকল যুবক ও যুবমহিলার কাছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ডের তথ্য পৌঁছে দিতে চাই। যাঁরা এই ব্রোশিয়ারটি পড়বেন তাদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ আপনারা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে বেকার যুবদের অবহিত করবেন। সাথে এও অনুরোধ করছি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকলে আমাদের ওয়েব সাইট (www.dyd.gov.bd) ভিজিট করুন। এছাড়া বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জানাতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ফেসবুক পেজ (www.Facebook.com/departmentofyouthdevelopmenthq)-এ লগ ইন করুন।

অধিদপ্তরের সম্পাদনযোগ্য কর্মাবলি ঃ

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন (রুলস অব বিজনেসের ১নং তফসিল) অনুযায়ী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে ঃ

- যুবদের কল্যাণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য বিষয়ক কার্যাদি।
- উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।
- যুবদের কল্যাণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখা।
- প্রকল্পের জন্য অর্থ মঞ্জুরি।
- যুব পুরস্কার প্রদান।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল,আত্মবিশ্বাসী এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ প্রদানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ।
- যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের উপর গবেষণা ও জরিপ।
- বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

অধিদপ্তরের ভিশন ঃ

❖ বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

অধিদপ্তরের মিশন ঃ

❖ জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

অধিদপ্তরের উদ্দেশ্যাবলি ঃ

ক) যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;

খ) যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গ) যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা।

ঘ) যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঙ) যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা।

চ) যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগ ক্ষমতায়ন উৎসাহিত করা।

ছ) ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা।

জ) স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা।

ঝ) পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা।

ঞ) সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা।

ট) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা।

ঠ) জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

ড) যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৫(পাঁচ) জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা, ৪৮৬টি উপজেলা এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানায় কার্যালয় রয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সারা দেশে ৭১টি নিজস্ব আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ৬৪ জেলায় অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব এবং সমাপ্ত প্রকল্প ও চলমান উন্নয়ন প্রকল্পে মোট ৭১৮৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।

অধিদপ্তরের কার্যক্রম ঃ

যুবসমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ, সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান এবং জ্ঞান ও দক্ষতা প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি চালু রয়েছে ঃ

১) বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু আছে। যথা ১) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ২) অপ্রাতিষ্ঠানিক/ ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আবাসিক ও অনাবাসিক এ দুই ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রদান করা হয়। সব উপজেলায় একই ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ মাস হতে ৬ মাস এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে মেয়াদ ০৭ দিন থেকে ২১ দিন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায়ে নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ভাড়াবাড়িতে নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ অতিথি বক্তা দ্বারা স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার করে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহকে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়া আইসিটি মোবাইল ভ্যানের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অংশগ্রহণকারীদের বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর। বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২,৮২,০০০ জন এবং প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে ২,৯৮,২৪৭ জনকে। চলতি ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ৩,১০,০০০ জন।

ক) প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ ঃ

i) সকল জেলায় পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক/আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. কম্পিউটার বেসিক এণ্ড আইটি এপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ।
২. প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ।
৩. মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ (৩৭টি জেলায়)।
৪. ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং প্রশিক্ষণ।
৫. রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং প্রশিক্ষণ।
৬. ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ।
৭. পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ।
৮. ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ (১০টি জেলায়)।
৯. মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক ও অনাবাসিক)।
১০. মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এণ্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১১. গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ (৫৮টি জেলায় আবাসিক)।

ii) জেলার চাহিদা অনুযায়ী পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক অনাবাসিক/আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১২. প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ঃ

i) দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরুমোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
ii) দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
iii) মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
iv) ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৩. মৎস্যচাষ বিষয়ক ঃ

i) চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
ii) মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
iii) ফিশ ভেল্যু এডিশন (ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ বলস, নুডলস, ফিশ পাউডার, ফিশ চাটনি) (আবাসিক)।

১৪. কৃষি বিষয়ক ঃ

i) অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
ii) কৃষি ও হর্টিকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
iii) ফুল চাষ, পোষ্ট হারভেষ্ট ব্যবস্থাপনা এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
iv) নার্সারি ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
v) মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
vi) বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।

১৫.কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১৬. ব্যানানা ফাইভার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ (আবাসিক)।
১৭. ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ।
১৮. ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ।

১৯. ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ।
২০. ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
২১. বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।
২২. স্ক্রীণ প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ।

বিশেষজ্ঞ রিসোর্স পার্সন দ্বারা পরিচালিত ঃ

২৩. ক্যাটারিং।
২৪. ট্যুরিষ্ট গাইড প্রশিক্ষণ।
২৫. হাউজকিপিং এণ্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ।
২৬. ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ।
২৭. ইনটেরিয়র ডেকোরেশন প্রশিক্ষণ।
২৮. বিউটিফিকেশন এণ্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ।
২৯. আরবী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ।
৩০. ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ।
৩১. সেলসম্যানশীপ প্রশিক্ষণ।
৩২. ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ।
৩৩. চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ।
৩৪. পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ।
৩৫. হোম ফ্যাশন প্রশিক্ষণ।
৩৬. আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
৩৭. ইয়ূথ লিডারশীপ প্রশিক্ষণ।

iii) যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

৩৮. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
৩৯. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।
৪০. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ (এমওইউ'র মাধ্যমে)।

iv) মোবাইল ভ্যানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ

৪১. গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতাভুক্ত কোর্সসমূহ ঃ

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের আওতায় স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে বেকার যুবদের ০৭ দিন থেকে ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ কোর্সের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন।
২. ব্রয়লার ও ককরেল পালন।
৩. বাড়ন্ত মুরগি পালন।
৪. ছাগল পালন।
৫. গরু মোটাতাজাকরণ।

৬. পারিবারিক গাভী পালন।
৭. পশু-পাখির খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ।
৮. পশু-পাখির রোগ ও তার প্রতিরোধ।
৯. কবুতর পালন।
১০. চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ।
১১. মৎস্য চাষ।
১২. সমন্বিত মৎস্য চাষ।
১৩. মৌসুমী মৎস্য চাষ।
১৪. মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা)।
১৫. মৎস্য হ্যাচারি।
১৬. প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ।
১৭.গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ।
১৮. শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ।
১৯. বসতবাড়িতে সবজি চাষ।
২০. নার্সারি।
২১. ফুল চাষ।
২২. ফলের চাষ (লেবু, কলা, পেঁপে ইত্যাদি)।
২৩. ভার্মি কম্পোষ্ট কেঁচো সার তৈরি।
২৪. গাছের কলম তৈরি।
২৫. ঔষধি গাছের চাষাবাদ।
২৬. ব্লক প্রিন্টিং।
২৭. বাটিক প্রিন্টিং।
২৮. পোশাক তৈরি।
২৯. স্ক্রীন প্রিন্টিং।
৩০. স্প্রে প্রিন্টিং।
৩১. মনিপুরী তাঁত শিল্প।
৩২. কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরি।
৩৩. বাঁশ ও বেতের সামগ্রী তৈরি।
৩৪. নকশি কাঁথা তৈরি।
৩৫. কারু মোম তৈরি।
৩৬. পাটজাত পণ্য তৈরি।
৩৭. চামড়াজাত পণ্য তৈরি।
৩৮. চাইনিজ ও কনফেকশনারি।
৩৯. রিক্সা, সাইকেল, ভ্যান মেরামত।
৪০. ওয়েল্ডিং
৪১. ফটোগ্রাফি ও
৪২. সোলার প্যানেল স্থাপন।

গ) বিজিএমইএ ও বিআইএফটিএ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ
১. সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স **(কুড়িগ্রাম, রংপুর ও পঞ্চগড় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)**।
২. লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঐ।

ঘ) বিএমইটি ও এস,এ ট্রেডিং এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ

১. সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স (কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ও শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট)।

ঙ) মডার্ণ হারবাল গ্রুপ এর সাথে যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ

১. দেশীয় প্রযুক্তিতে অর্গানিক ও ওষুধি গাছের চাষাবাদ (জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে)।

চ) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত যুবসংগঠকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩. বাসের সুপারভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৪. ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৫. এমব্রয়ডারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৬. যুব নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৭. জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৮. দুর্যোগ মোকাবেলায় যুবদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৯. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১০. যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও যুবসংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১১. নাগরিক অধিকার ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১২. অনলাইন আর্নিং (এসইও,গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৩. নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৪. যুব কর্ম ও যুব ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৫. নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৬. সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী জনমত গঠন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৭. ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৮. দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমঝোতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৯. ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২০. ইয়ূথ ওয়ার্ক এণ্ড ইয়ূথ এমপাওয়ারমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২১. টিওটি অন এমপাওয়ারিং রুরাল ইয়ূথ ওমেন ইন এগ্রিকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২২. যুব ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৩. স্মল বিজনেস এণ্ড এন্ট্রাপ্রিনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৪. টিওটি অন সেলফ এমপ্লয়েড টু এন্ট্রাপ্রিনিউর বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৫. জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৬. ইয়ূথ লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৭. ফ্রন্ট ডেক্স ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২৮. ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

ছ) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

১. আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
২. ইন্টারনেট ও ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৩. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এণ্ড ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
৪. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ।
৬. বেসিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৭. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৮. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
৯. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ।
১০. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১১. ঋণ ব্যবস্থাপনা রিফ্রেশার বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১২. বিশেষ প্রশিক্ষণ।
১৩. প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নিরীক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
১৪. ঋণ কার্যক্রমকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।
১৫. টিওটি অন কারিক্যুলাম ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ট্রেনিং পেডাগজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

২) প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোন কোন সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

৩) যুবঋণ কর্মসূচি ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে দুই ধরণের ঋণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। যথা ঃ ১) গ্রুপভিত্তিক যুবঋণ কর্মসূচি ও ২) একক যুবঋণ কর্মসূচি। এছাড়া উদ্যোগতা উন্নয়ন ঋণ নামে নতুন ঋণ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক) গ্রুপভিত্তিক যুবঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের পারিবারিক গ্রুপে সংগঠিত করে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রতি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে প্রথম পর্যায়ে সর্বোচ্চ ১২,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয় এবং পর্যায়ক্রমে ১৬,০০০ ও ২০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। একজন সদস্য সর্বাধিক তিনবার ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

খ) একক যুবঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের একক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রত্যেক ঋণ প্রত্যাশীকে সর্বনিম্ন ৪০,০০০/- টাকা হতে সর্বোচ্চ ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। একজন সদস্য সর্বাধিক তিন বার ঋণ গ্রহণ করতে পারে।

গ) উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মধ্য হতে যোগ্যতাসম্পন্ন আত্মকর্মী বাছাই করে উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ কর্মসূচি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় একজন উদ্যোক্তাকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ২টি সমান কিস্তিতে ক্রস চেকের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

৪) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় বেকার যুবদের এইচআইভি/এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, জেণ্ডার ও উন্নয়ন, যৌতুক, সুশাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, সিভিক এডুকেশন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়।

৫) সরকারী ও বেসরকারী পার্টনারশিপ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবানের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়/হয়েছে সেগুলো হচ্ছে - বিজিএমইএ এবং বিআইএফটি, ওয়েস্টার্ন মেরিন সার্ভিসেস লিঃ, ডে-বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি, টিএমএসএস, ভিএসও, সেভ দি চিলড্রেন-ইউএসএ, বিএমইটি ও এস এ ট্রেডিং, সিআরপি, মডার্ণ হারবাল গ্রুপ, ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি, বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিইআই), পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন, সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশন (এসডিএফ), জনতা ব্যাংক, আইটি ভিশন, এসোসিয়েশন অব গ্রাসরুটস ওমেন এন্টারপ্রিনিয়ার্স বাংলাদেশ (এজিডাব্লিউইবি), কানেক্ট কনসালটিং লিমিটেড (সিসিএল), উইনরক ইন্টারন্যাশনাল, ক্যারিয়ারস অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ইয়ুথ লিডারশীপ সেন্টার, কোর নলেজ লিমিটেড, ফিজিক্যালী চ্যালেঞ্জড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ, এডভান্সিং পাবলিক ইন্টারেস্ট ট্রাস্ট (এপিআইটি), সেন্টার ফর চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর সাসটেইনএবল ফিউচার (বিআইএসএফ), ইউএসএইডইড-ডিএফআইডি এনজিও হেলথ্ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট, সেন্টার ফর ডিসএ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), পরিবর্তন চাই, ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ এবং অক্সফাম বাংলাদেশ।

যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ঃ

ক) রাজস্ব খাত ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ২৭১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং ব্যয় ২৪৩ কোটি ৬৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা (৯১.৮৭%)।

খ) উন্নয়ন খাত ঃ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে সংশোধিত বরাদ্দ ৭০ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ৬২ কোটি ৩৪ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা (৯৮.০৭% অবমুক্তির)।

গ) রাজস্ব খাত ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে মোট বরাদ্দ ২৯৪ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা।

ঘ) উন্নয়ন খাত ঃ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উন্নয়ন খাতে মোট বরাদ্দ ৪৩ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব কর্মসূচি ঃ

০১। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ঃ

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষায় শিক্ষিত আগ্রহী

বেকার যুবক/যুবমহিলাদের জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল সার্ভিস সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি কর্মসূচি। এ কর্মসূচি প্রাথমিকভাবে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম, বরগুনা ও গোপালগঞ্জ জেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন শুরু হয়। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবমহিলাদের দশটি সুনির্দিষ্ট মডিউলে তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে দৈনিক ১০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা এবং প্রশিক্ষণোত্তর অস্থায়ী কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হওয়ার পর দৈনিক ২০০/- টাকা হারে কর্মভাতা প্রদান করা হয়। কর্মভাতা হতে প্রত্যেকে মাস শেষে ৪০০০ টাকা নগদ পায় এবং অবশিষ্ট ২০০০ টাকা সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাবে জমা থাকে যা অস্থায়ী কর্মের মেয়াদ পূর্তিতে ফেরত প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় পর্বে রংপুর বিভাগের ৭টি জেলার ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়। তৃতীয় পর্বে দেশের দরিদ্রতম ১৭টি জেলার ১৭টি উপজেলায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে এবং চতুর্থ পর্বে ৭টি জেলার ২০টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পঞ্চম পর্বে ১৫টি জেলার ২৪টি উপজেলায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ষষ্ঠ পর্বে ১৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় ও সপ্তম পর্বে ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের মেয়াদ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অস্থায়ী কর্মসংস্থান উপজেলা প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষা, স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা হাসপাতাল, ক্লিনিক, ব্যাংক ও বিভিন্ন সেবামূলক সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সৃষ্টি করা হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত পাইলট কর্মসূচির আওতায় ৫৬৮০১ জন, দ্বিতীয় পর্বে ১৪৫১৫ জন, তৃতীয় পর্বে ১৬৩৪২ জন, চতুর্থ পর্বে ২৬৩৭৬ জন, পঞ্চম পর্বে ৩১২৮৪ জন, ষষ্ঠ পর্বে ২৮৭০৬ জন এবং সপ্তম পর্বে ১৯৯৬১ জনসহ মোট ১৯৩৯৮৫ জনকে প্রশিক্ষণ এবং যথাক্রমে ৫৬০৫৪ জন, ১৪৪৬৭ জন, ১৪৮০৩ জন, ২৬৩৭৬ জন, ৩১২৮৪ জন, ২৮৭০৬ জন এবং ১৯৯৬১ জনসহ মোট ১৯১৬৫১ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেয়াদ পূর্তির পর বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ৫৫৯১ জনের কর্মসংস্থান এবং ৩৭৪২৩ জনের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মোট ২০৩৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং একই সময়ে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮৭৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ কর্মসূচিতে মোট ৪৬৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং ব্যয় হয়েছে ৩৯২ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এ কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬৬৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। পর্যায়ক্রমে এ কর্মসূচি দেশের সকল জেলা ও উপজেলায় সম্প্রসারণ করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির এক কার্যকর কৌশল হিসেবে এ কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়াও সৃষ্টি করেছে। দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও এ কর্মসূচিকে তুলে ধরার জন্যে এ কর্মসূচির ব্রান্ডিং এর কাজ শীঘ্রই শুরু করা হবে।

০২। <u>প্রশিক্ষণ কর্মসূচি</u> ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। বেকার যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

<u>জেলা পর্যায়ে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে পরিচালিত আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ</u> ঃ

<u>গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স</u> ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০.০০ (একশত) টাকা ভর্তি ফি এবং জামানত হিসেবে ১০০.০০ (একশত) টাকা (ফেরৎযোগ্য) জমা দিতে হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করে থাকে। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফিশ ভেল্যু এডিশন (ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ বল, নুডলস, ফিশ পাউডার, ফিশ চাটনি) প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

দুগ্ধবতী গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মাশরুম ও মৌ চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফুল চাষ, পোষ্ট হারভেষ্ট ম্যানেজমেন্ট এবং বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

নার্সারী ও ফল চাষ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

বাণিজ্যিক একুয়াপনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ব্যানানা ফাইবার এক্সট্রাক্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মোবাইল সার্ভিসিং এণ্ড রিপেয়ারিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে মাসিক ৩০০০.০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

সোয়েটার নিটিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ । পি পি পি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

লিংকিং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তি ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। পি পি পি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ। পি পি পি এর মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে এ কোর্সটি পরিচালিত হয়।

জেলা পর্যায়ে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

ওভেন সিউইং মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ট্যুরিস্ট গাইড প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস,সি পাশ।

পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩/০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ব্লক, বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এণ্ড কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশনস প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. সি. পাশ।

মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/-(পঞ্চাশ) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/-(তিনশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

সেলসম্যানশীপ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

চামড়াজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ব্লক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০২ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ফ্রিল্যান্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/-(এক হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ. এস. সি. পাশ।

বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয়না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

স্ক্রীণ প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয়না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ক্যাটারিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০০/-(তিন হাজার) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

হাউজকিপিং এণ্ড লন্ড্রি অপারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস, এস, সি পাশ।

বিউটিফিকেশন এণ্ড হেয়ার কাটিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০১ মাস মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ২১দিন। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

আরবী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এবং মেয়াদ ০১ মাস। এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/-(একশত) টাকা ভর্তি ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ইনটেরিয়র ডেকোরেশন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০৩ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

হোম ফ্যাশন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০২ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০/- (একশ) টাকা কোর্স ফি দিতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০১ সপ্তাহ মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয়না। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

ইয়ুথ লিডারশীপ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ এটি ০৫ দিন মেয়াদি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের
জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয়না। প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১০০.০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

গ্রামীণ যুবদের বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ উপজেলায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে পরিচালিত এটি ০১ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স যাতে অংশগ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে কোন কোর্স ফি দিতে হয় না। এ কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা যুবমহিলাদের জন্য এস. এস. সি এবং যুবদের জন্য এইচ. এস. সি পাশ।

হিজরা, দলিত জনগোষ্ঠি, অটিষ্টিক ও প্রতিবন্ধী যুবদের কোর্স ফি দিতে হয় না।

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৭ দিন থেকে ২১ দিন। এটি অনাবাসিক প্রশিক্ষণ এবং এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কোন ফি দিতে হয় না। ইউনিট থানা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে এ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

০৩। দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচি ঃ

সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বেকার যুবরা দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করে। তাদের নিজস্ব কোন সম্পদ ও কর্মসংস্থান না

থাকায় তাদের পক্ষে খাদ্য, পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার মত মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হয় না। দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে এহেন মানবেতর অবস্থা নিরসন এবং বেকার যুবদের জন্যে একটি সুখকর জীবনের ব্যবস্থা করা দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচির মূখ্য উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের সকল উপজেলাতেই এ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

ক) পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি ঃ

পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো পরিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে বেকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি । দেশের মোট ৩১০টি উপজেলায় ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবারের ঐতিহ্যগত পেশাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব নিরসন ও পারিবারিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সমুন্নত রেখে কার্যক্রম সম্প্রসারণ, জীবনযাপনের মান ধাপে ধাপে উন্নয়নকল্পে পরিবারে সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশ উন্নয়নে জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় একই পরিবারের অথবা নিকট আত্মীয় বা প্রতিবেশী পরিবারের পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজনদের নিয়ে ৫ সদস্যের গ্রুপ গঠন করা হয়। একই গ্রামের স্থায়ী নিবাসী এরূপ ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠিত হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য়, দফায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ ১২০০০/-, ১৬০০০/- ও ২০০০০/- টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৩য় দফা পর্যন্ত সফল ঋণ পরিশোধকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে একটি কেন্দ্র হতে সর্বোচ্চ ০৫ জনকে আত্মকর্ম ঋণের নীতি পদ্ধতি অনুসরণ করে এন্টারপ্রাইজ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ গ্রাম পর্যায়ে ঋণ বিতরণ এবং কেন্দ্র থেকে ঋণের কিস্তি সংগ্রহ করে। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। কোন উপকারভোগীকে ঋণ গ্রহণ ও কিস্তি পরিশোধের জন্য অফিসে আসার প্রয়োজন হয় না। মূলধন পাওনার উপর ১০% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না বিধায় মেয়াদ শেষে গড় সার্ভিস চার্জের হার প্রকৃত হিসেবে ৫% দাঁড়ায়। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যাঁরা সময়মত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন তারাই সার্ভিস চার্জের ক্ষেত্রে বর্ণিত ৫% এর সুযোগ পেয়ে থাকেন। এ ঋণ প্রাপ্তির জন্যে কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় না। তবে মনোনীত সদস্যদের ৫দিনব্যাপী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ঋণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর গ্রাম পর্যায়ে কেন্দ্রভিত্তিক ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৭.০৩%।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির মোট মূলধনের	১৫৯৪৭.৯৯ লক্ষ টাকা।	৪৯৫৭.৯৩ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির	৬৭১৭.৯২ লক্ষ টাকা।	৬৭১৭.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিলের	১১৬৭৫.৮৫ লক্ষ টাকা।	১১৬৭৫.৮৫ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণের	৭৫১৮৭.৪৮ লক্ষ টাকা।	৬৬২৮৯.৭৬ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণের	৬৩৯৬৫.৬৭ লক্ষ টাকা।	৬২০৮৫.১৫ লক্ষ টাকা।
ঋণ কর্মসূচির শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উপকারভোগীর	৬,৫১,৯০১ জন।	৫,৭৬,০৪০ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	১৯৩৪.৪০ লক্ষ টাকা।	৩২৬৬.২২ লক্ষ টাকা।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১৬,১২০ জন।	১৩,৭৭৭ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	১৯৩৯.০০ লক্ষ টাকা।	-
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১৬,১৬০ জন।	-

খ) একক ঋণ কর্মসূচি ঃ

এ কর্মসূচির আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৯৭টি উপজেলায় (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) ঋণ কার্যক্রম রয়েছে। এ ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষিত বেকার যুবদেরকে আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে একক (ব্যক্তিকে) ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষিত একজন যুবক/যুবমহিলাকে প্রথম দফায় ৬০,০০০/- টাকা, দ্বিতীয় দফায় ৮০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রথম দফায় ৪০,০০০/-, দ্বিতীয় দফায় ৫০,০০০/- টাকা এবং তৃতীয় দফায় ৬০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। জেলা ও উপজেলায় দুটি কমিটির মাধ্যমে যথাক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ অনুমোদন করা হয়। ঋণ প্রাপ্তির জন্য একজন ঋণ গ্রহিতাকে ১ জন জামিনদার নিশ্চিত করতে হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক/ অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক। গ্রেস পিরিয়ড অর্থাৎ ঋণ পরিশোধের প্রস্তুতি সময় অতিক্রম করার পর বিভিন্ন ট্রেডের জন্য নির্ধারিত মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে ঋণের অর্থ আদায় করা হয়। মঞ্জুরকৃত ঋণ পাওনার উপর যুব পুরুষের ক্ষেত্রে ১০%, যুব নারীর ক্ষেত্রে ৯% এবং অটিস্টিক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যুবদের ক্ষেত্রে ৮% (ক্রমহ্রাসমান) হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এখানে মাসিক কিস্তিতে পরিশোধিত আসলের উপর পরবর্তীতে আর কোন সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয় না। এ কর্মসূচির ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার ৯৩.৯১% ।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট যুবঋণ মূলধনের	১৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা।	১১৫৬০.৭২ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধির	১২৯২০.৯৮ লক্ষ টাকা।	১২৯২০.৯৮ লক্ষ টাকা।
প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিলের	২৪৬২৭.৮৮ লক্ষ টাকা।	২৪৬২৭.৮৮ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণের	১১১৩৬৬.৭২ লক্ষ টাকা।	১০৫৭০৩.১৪ লক্ষ টাকা।
জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়যোগ্য ঋণের	৯২২৯১.৯৩ লক্ষ টাকা।	৮৬৭১৯.৫৮ লক্ষ টাকা।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৮৭৬৫.৬০ লক্ষ টাকা।	১০৬১৫.২১ লক্ষ টাকা।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২০,৬৮০ জন।	১৪৩৩৯ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৯৫৬১.০০ লক্ষ টাকা।	-
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	২১,৮৪০ জন।	-

০৪। প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি ঃ

প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রশিক্ষিত যুবরা প্রাথমিক অবস্থায় পারিবারিকভাবে মূলধন সংগ্রহ করে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প গ্রহণ করে। পরবর্তীতে আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সম্প্রসারণ ও পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত যুবদের যুবঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়। আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত যুবদের মাসিক আয় ৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত। তবে কোন কোন সফল আত্মকর্মী যুব মাসে ১,০০,০০০/- টাকারও বেশি আয় করে থাকে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
আত্মকর্মসংস্থানের মোট	২৪,৮০,২২১ জন।	২১,৩২,১৬৮ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	৭০,০০০ জন।	৭৪,৭৪৩ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	৭০,০০০ জন।	-

০৫। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা

মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনে ৫.৫৫ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন এবং একটি তিন তলা হোস্টেল রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এছাড়া এ কেন্দ্রের মাধ্যমে নিয়মিত কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণের	-	১৪,৬৫০ জন।
শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত উপকারভোগী প্রশিক্ষণের	-	৮৮,৫৩৪ জন।
শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/ সেমিনারের	২৬টি	২৬টি।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১,২৭০ জন।	১,২৬৫ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৪৩০ জন।	-

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

ইন্টারনেট ও ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এণ্ড ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৫ দিন যেখানে সহকারী প্রশিক্ষক (কম্পিউটার) ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

বেসিক কম্পিউটার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ১৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

কমিউনিকেটিভ ইংলিশ (ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ২১ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পিসি,ডিপিসি, সিঃ প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৫ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা এবং তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ কক্সবাজারে আয়োজিত আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ সিলেটে আয়োজিত আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

প্রশাসনিক কার্যক্রম ও নিরীক্ষা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ বান্দরবানে আয়োজিত আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৭ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

ঋণ কার্যক্রমকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যার ব্যবহার ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৩ দিন যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

০৬। আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র ঃ

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বর্তমানে এর কার্যক্রম রাজস্ব খাতের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এসকল কেন্দ্র ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের ঋণ ব্যবহার, তদারকি, স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার, পণ্য বাজারজাতকরণ বিষয়ে পরামর্শসহ উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের গড়ে তোলার জন্য শুরু থেকে কাজ করে আসছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যে কেন্দ্রে একটি তিন তলা প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন রয়েছে এবং উক্ত ভবনের তিন তলায় হোস্টেল রয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৫০ জন।	৪৫০ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৫০ জন।	-

০৭। বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই সমাপ্ত এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) কম্পিউটার ট্রেডে ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার বেসিক কোর্স এবং কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্স (খ) ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং (গ) রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং এবং (ঘ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় দেশে-বিদেশে চাহিদাপূর্ণ এবং যুগোপযোগী ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবরা কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হচ্ছে। উপরোক্ত ট্রেডসমূহের মধ্যে কম্পিউটার ট্রেডে দেশের সকল জেলায়, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজ ওয়্যারিং ট্রেডে দেশের ২৩টি জেলায়, রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং ও ইলেকট্রনিক্স ট্রেডের প্রতিটিতে দেশের ০৯টি জেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে এ প্রকল্প ও সমাপ্ত অবশিষ্ট কারিগরি প্রকল্পের

মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৭০ জন, কম্পিউটার গ্রাফিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন, ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	৩৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৬৯০.৭০ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১,৬৩,৩৮০ জন।	১,৬৫,৭৪২ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১২,৫৪০ জন।	১১,৯৮৫ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১২,৫৪০ জন।	-

বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব)- এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ২০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। এ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ এবং কম্পিউটার বেসিক কোর্সে প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

কম্পিউটার বেসিক এণ্ড আইসিটি এপ্লিকেশন কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। কম্পিউটার বেসিক কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচ,এস,সি পাশ।

ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ।

ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজওয়্যারিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকণ্ডিশনিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কণ্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ।

০৮। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ সমাপ্ত প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির উদ্দেশ্য । যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের সম্পদ সংরক্ষণের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কেও জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৫৩টি। দেশের সকল জেলায় একটি করে আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যে অপর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১১টি জেলায় ১১টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ২টির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বিদ্যমান ৫৩টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২১টি ইতোমধ্যে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়েছে । অবশিষ্ট ৩২টি কেন্দ্র "ছাব্বিশটি নতুন

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প এবং "১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপন করা হয়েছে। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ সর্বনিম্ন ১.৫০ একর হতে ৭.০০ একর ভূমির উপর জেলা সদরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অফিস কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, ডাক কাম পোল্ট্রি শেড, কাউ শেড, মৎস্য হ্যাচারী, পুকুর, নার্সারি ইউনিট এবং খেলার মাঠ রয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ দেশে মৎস্য ও পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। "ছাব্বিশটি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৬ এবং "১৮টি নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়-০৮টি কেন্দ্র)" শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্প দু'টির কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্প দুটির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পভুক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে রাজস্বখাতভুক্ত যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অনুরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সকল যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট ৩,২৯,৭৪১ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে গতি সঞ্চার করে পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো গেলে যুব প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নে এ কেন্দ্রগুলো রোল মডেলে পরিণত হতে পারে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২৬টি ও ১৮টি প্রকল্প)	২১৮১৪.৮৯ লক্ষ টাকা।	২১৫৮৩.৪৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের (২৬টি ও ১৮টি)	১,৬৩,৫৭৯ জন।	১,২৪,৭৫৭ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৬৩৯০ জন।	১৪৮৩৪ জন ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৫,০০০ জন।	-

০৯। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ</u>

এটি মূলতঃ একটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কেন্দ্র। দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন, তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধান ও সামাজিক সংস্কারের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, গবেষণা, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকার অদূরে সাভারে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে ও সাভার ডেইরী ফার্ম সংলগ্ন ঢাকা আরিচা মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে ৮.০০ একর জমির উপর শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র ও সাভার যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে ৭০০ আসন বিশিষ্ট একটি আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক অডিটরিয়াম, একটি আন্তর্জাতিক মানের হোস্টেল, একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্যে তিনটি বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মসজিদ, মেডিকেল সেন্টার, লাইব্রেরী, জিমনেসিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া, গাড়ী রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশে এটি যুবদের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রথম মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ বিবেচনায় ২০১৪ সালে কেন্দ্রের জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজকে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে নানা রকম মানবীয় গুণাবলি অর্জন সংক্রান্ত বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে এবং যুবদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য বিনিময়, তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা কার্যক্রমকেও প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কেন্দ্রটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সমৃদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিল- ২০১৮" শীর্ষক একটি আইন ২৫-০২-২০১৮ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয়েছে। কেন্দ্রের ভৌতকাঠামোসহ প্রশিক্ষণ সুবিধাদিকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (১৯৯৮-২০০৬)	২৭১০.২৪ লক্ষ টাকা।	২৬৯৭.০১ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	২০,৮৩৬ জন।	২০,৯৯৬ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯৫০ জন।	১৯৪৭ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯৫০ জন।	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার/কর্মশালা/ সিম্পোজিয়ামের	৪২৮টি।	৪২৭টি।
প্রকল্প মেয়াদসহ বই প্রকাশনার	০৯টি	০৯ টি।
প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণার	২০ টি।	১৮ টি ।

শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

দুর্যোগ মোকাবেলায় যুবদের ভূমিকা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৪ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

যুব নেতৃত্ব বিকাশ ও যুবসংগঠন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

নাগরিক অধিকার ও সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

অন লাইন আর্নিং (এসইও, গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০৮ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

যুব কর্ম ও যুব ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

নৈতিকতা,শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদক বিরোধী জনমত গঠন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

ক্ষুদ্র ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

দ্বন্দ্ব নিরসন ও সমঝোতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

ট্যুর গাইড ও পর্যটন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

ইয়ুথ ওয়ার্ক এণ্ড ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

টিওটি অন এমপাওয়ারিং রুরাল ইয়ুথ ওমেন ইন এগ্রিকালচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
যুব ও স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
স্মল বিজিনেস এণ্ড এন্ট্রিপ্রিনিউরশীপ ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
টিওটি অন সেলফ এমপ্লয়েড টু এন্ট্রিপ্রিনিউর বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
ইয়ুথ লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড অর্গানাইজেশন ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
উমেন এমপাওয়ারমেনট এণ্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠকদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।
টিওটি অন কারিক্যুলাম ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ট্রেনিং পেডাগজি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৫০ জন।

১০। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংস্কার, মেরামত ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) -এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি ঃ

এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ফেনী, রাজশাহী ও সিলেট যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। দেশের উত্তরাঞ্চলে যুব কার্যক্রম ও যুব সংগঠনের কার্যক্রম বেগবান করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পার্শ্বে (রেল গেইট সংলগ্ন) ৬.৭৮ একর জমির উপর বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র ও বগুড়া যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ কেন্দ্রে একটি প্রশাসনিক কাম একাডেমিক ভবন, হলরুম, কর্মকর্তাদের বাসভবন, কর্মচারীদের বাসভবন, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে পৃথক ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস, মেডিকেল সেন্টার, লাইব্রেরী, জিমনেসিয়াম, গাড়ী রাখার গ্যারেজ ও অন্যান্য অবকাঠামো রয়েছে। বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্রের মাধ্যমে যুবসমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক গুণাবলির উন্নয়ন সাধন, যুব কার্যক্রমের উপর বিভিন্ন গবেষণা ও মূল্যায়ন এবং যুবদেরকে সম্পদে রূপান্তরের প্রয়াসে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, যুব সমাবেশ, প্রকাশনা ও প্রেষণাদানের ব্যবস্থা রয়েছে । এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের কার্যক্রমসহ জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৩-২০০৮)	১৫৩৯.৬৬ লক্ষ টাকা।	১৪৬৮.২৫ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের মোট	১২,৬৩০ জন।	৬,৯৫৮ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	২৪০ জন।	২২৫ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	২৪০ জন।	-
প্রকল্প মেয়াদসহ সেমিনার, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামের	১২৩ টি।	১২৫ টি।

প্রকল্প মেয়াদসহ গবেষণার	০২ টি।	০১ টি।
শর্ট ফিল্ম /ডকুমেন্টারী তৈরীর	০২ টি।	০২ টি।

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
বাসের সুপারভাইজার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
এমব্রয়ডারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০২ সপ্তাহ যেখানে যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও এ বিষয়ে আগ্রহী যুবকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।
যুব নেতৃত্বের বিকাশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ আবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ০১ সপ্তাহ যেখানে কর্মসংস্থানে আগ্রহী যুব উদ্যোক্তা এবং কর্মহীন যুব ও যুবমহিলাকে ভর্তি করা হয়। প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩০ জন।

১১। অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কণ্ডিশনিং এণ্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই এ সমাপ্ত প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পের আওতায় (ক) অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং (খ) ৫৫টি জেলায় রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কণ্ডিশনিং এবং (গ) ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে বেকার যুবদের হাতে কলমে বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তবে এ প্রকল্প ও বেকার যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্ব) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সকল জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয়ে উক্ত ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ প্রকল্পের কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি হাউজওয়্যারিং এর কাজ, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকণ্ডিশন, টিভি, কম্পিউটার মনিটর, কার এসি, শ্যালো মেশিন ইত্যাদি মেরামতের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মেয়াদ ৬ মাস। প্রতি বছর প্রতি জেলায় ২টি কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন, ইলেক্ট্রনিক্স কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জন এবং রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার-কণ্ডিশনিং কোর্সে প্রতি ব্যাচে ৩০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। বর্তমানে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০০৫-২০১১) (৩য় সংশোধিত)	৪২৮০.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৯৮২.২২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প মেয়াদসহ প্রশিক্ষণের	১,০৪,১৯০ জন।	৭৯,২৯১ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯,০৬০ জন।	৬,৯৯৬ জন।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯,০৬০ জন।	-

অবশিষ্ট ৪১টি জেলায় ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং, ৫৫টি জেলায় ইলেকট্রনিক্স, ৫৫টি জেলায় এয়ার কণ্ডিশনিং এণ্ড রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

ইলেকট্রনিক্স প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রনিক্স কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ।

ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজওয়্যারিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড হাউজ ওয়্যারিং কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি পাশ।

রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ারকণ্ডিশনিং কোর্স ঃ অনাবাসিক এ প্রশিক্ষণ কোর্সের মেয়াদ ৬ মাস। এ কোর্সে প্রশিক্ষণের জন্য প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে ৩০০/- টাকা কোর্স ফি প্রদান করতে হয়। রেফ্রিজারেশন এণ্ড এয়ার কণ্ডিশনিং প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা এস,এস,সি পাশ।

চলমান প্রকল্পসমূহ ঃ

০১। অবশিষ্ট ১১টি জেলায় নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

বর্তমানে দেশের ৫৩টি জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। অবশিষ্ট ১১টি জেলার বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের লক্ষ্য । ১৪৬ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্প গত ১৯-১০-২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে সংশোধনীর মাধ্যমে মোট প্রকল্প ব্যয় দাঁড়িয়েছে ২১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী, নেত্রকোনা, জয়পুরহাট, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও সাতক্ষীরা জেলায় আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে নেত্রকোনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, সাতক্ষীরা, নীলফামারী, লক্ষ্মীপুর, রাজবাড়ী ও জয়পুরহাট আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপ-পরিচালকের কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়েছে। মেহেরপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৯৮%, গাজীপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৭৫%, এবং মানিকগঞ্জ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ ৭৫% সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের ৬৪টি জেলাতেই আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১০-২০১৮)	২১৪৫০.৪৫ লক্ষ টাকা ।	১৬৯২২.৫৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দের	২৪০০.০০ লক্ষ টাকা ।	১৭২০.৪১ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১৭২০.৪১ লক্ষ টাকা ।	১৬৮৬.১০ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৫২২.০০ লক্ষ টাকা ।	-

০২। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণ করে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করায় বেকার যুবদের জন্য অধিক হারে প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়ে অধিকতর গুরত্ব আরোপ করে প্রতি বছর প্রতিটি উপজেলায় ৪৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল, মাদরাসা, ক্লাব, কলেজ ও ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত সুবিধা ব্যবহার

করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৪৭টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৯,৭২,৪০০ জনের প্রশিক্ষণ ও ৬,৮০,৬৮০ জনের কর্মসংস্থান/ আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে । ৯৯ কোটি ৯৯ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ব্যয়ে গত ২৪-০১-২০১২ তারিখের একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করে ১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ১ম সংশোধন করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, প্রজনন স্বাস্থ্য, নিরাপদ মাতৃত্ব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন, এইচআইভি, এইডস, মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈতিক অবক্ষয় রোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, অনৈতিক ও সমাজ বিরোধী কর্মকান্ড প্রতিরোধ, গণতন্ত্রায়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বিষয়ে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বেকার যুবরা দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি জীবন দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করে তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এ প্রকল্পটি দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১২- ডিসেম্বর ২০১৭) ১ম সংশোধিত।	১০৫৮২.৬১ লক্ষ টাকা ।	১০২৬১.৭৬ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১২৭৩.০০ লক্ষ টাকা ।	১২৭১.৩২ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১২৭১.৩২ লক্ষ টাকা ।	১০৮৫.০০ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	৯,৭২,৪০০ জন।	৯,৬৫,৮১৯ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৮৮,৪০০ জন।	৮৮,২৩১ জন।
প্রকল্প মেয়াদে আত্মকর্মসংস্থানের	৬,৮০,৬৮০ জন।	৫,৭৯,২৪১ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আত্মকর্মসংস্থানের	৬১,৮৮০ জন।	৫৭,৩৫০ জন।
প্রকল্প মেয়াদে ঋণ বিতরণের	১৬৭৪.০০ লক্ষ টাকা ।	১৬৭২.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের	৩০২.৩২ লক্ষ টাকা ।	৩০২.৩২ লক্ষ টাকা ।
প্রকল্প মেয়াদে উপকারভোগীর	৬৭০০ জন।	৬৬৮৮ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে উপকারভোগীর	১২১৩ জন।	১২১৩ জন।

কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ঃ

স্থানীয় চাহিদা ভিত্তিক ০৭, ১৪ ও ২১ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড় ও নাটোর-এ ৭টি জেলার ৪৭টি উপজেলা বাদে অবশিষ্ট ৫৭টি জেলার ৪৪২টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

০৩। ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্সেস ফর পোভারটি এলিভিয়েশন থ্রু কম্প্রিহেনসিভ টেকনোলজি (ইমপ্যাক্ট) ২য় পর্ব ঃ

গবাদিপশু ও মুরগী পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানী চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য । প্রকল্পটি গত ২৬-০১-২০১৪ তারিখে ৩৭৯৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ অপরিবর্তিত রেখে ০১-১২-২০১৫ তারিখে ৬২১৯.১২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে এবং ৩১-০৭-২০১৮ তারিখে ৭৪৭৫.৩৮

লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। পরিবেশ বান্ধব এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬১টি জেলার ৬৬টি উপজেলায় জ্বালানী চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে মোট ৩১০০০ বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে। এ সকল বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয়ভাবে পরিবেশের উন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৪- জুন ২০১৯) ২য় সংশোধিত	৭৪৭৫.৩৮ লক্ষ টাকা ।	৫৯৫৬.৯৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১৫০৬.০০ লক্ষ টাকা ।	১৫০৬.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১৫০৬.০০ লক্ষ টাকা ।	১৪৫২.১৪ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২০৯.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের	৩১০০০ টি	২০৯২৯টি
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের	৯১৪০টি	৮৮৬৫টি
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের	১০,০৬২টি	-

০৪। <u>শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প</u> ঃ

''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" ১৯৯৮ সালে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সাভারে স্থাপন করা হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০০৬ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্তির পর জনবলসহ কার্যক্রম রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর প্রক্রিয়াধীন থাকায় থোক বরাদ্দের মাধ্যমে এর কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু কোন বছরই যথাসময়ে চাহিদা অনুযায়ী থোক বরাদ্দ না পাওয়ায় কেন্দ্রের কার্যক্রম লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র" দেশে মানবসম্পদ উন্নয়নে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন, তথ্য ও গবেষণা কার্যক্রমে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের অবদানকে আরো সম্প্রসারিত এবং এটিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে ''শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পটি মার্চ ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে ২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে অনুমোদন করেছেন। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (মার্চ ২০১৫- ডিসেম্বর ২০১৯)	২০৮৯.৫৩ লক্ষ টাকা ।	১৪৭৩.৩২ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দের	৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা ।	৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের	৩৫৪.০০ লক্ষ টাকা ।	৩২৮.২১ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৩০০.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	৯৫৯০ জন।	৬১৭৯ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯৫০ জন।	১৯৪৭ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	১৯৫০ জন।	-

০৫। <u>৬৪টি জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প</u> ঃ

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৯-১০-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন।

০১-০৭-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ২৯,৮০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। এ প্রকল্পের আওতায় কম্পিউটার বেসিক এণ্ড আইসিটি এপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দেশের ৬৪টি জেলায় ৭০টি এবং প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টিসহ মোট ৭৬টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (২০১৬-২০১৯)	১৭৪৯.৯১ লক্ষ টাকা ।	১৪৪৮.০২ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১২৪২.০০ লক্ষ টাকা ।	১২৪২.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১২৪২.০০ লক্ষ টাকা ।	১২৩৯.৩৯ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৯৮.০০ লক্ষ টাকা ।	-

০৬। উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলায় বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ

উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্পের প্রথম পর্বের মেয়াদ ৩০ জুন ২০১৬ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং উত্তরবঙ্গের ৭টি জেলার বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ২৮২০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ২৭-১২-২০১৭ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। ০১-০১-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবদের ঋণ সহায়তা প্রদানের জন্য প্রথম পর্বের ঋণ তহবিল ৫৪৭৯.৭৬ লক্ষ টাকা ২য় পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০)	১৬৪৯.৭২ লক্ষ টাকা ।	১৭০.৪৬ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দের	১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ।	১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়ের	১৭৫.০০ লক্ষ টাকা ।	১৭০.৪৬ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৬৫৮.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	২৮২০০ জন।	৪৭০০ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৪৭০০ জন।	৪৭০০ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৯৪০০ জন।	

টি, এ প্রকল্প ঃ

০৭। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপুল অব বাংলাদেশ ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। এ অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র বেকার যুবদের জন্য ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে ইন্টারনেটসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে "টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার

অন হুইলস ফর আণ্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে অত্যাধুনিক কম্পিউটার সিস্টেম, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মালটিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের মাধ্যমে দেশের ০৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার উপজেলা পর্যায়ে ঘুরে ঘুরে বেকার যুবদের কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে এক মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ০৭টি বিভাগের জন্য ১টি করে সুসজ্জিত ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যানের সংস্থান প্রকল্পে রয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন এক মাস ভ্রাম্যমাণ আইসিটি ট্রেনিং ভ্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলায় অবস্থান করে। জাপান সরকারের অর্থায়নে ০১-০১-২০১৫ থেকে ৩১-১২-২০১৯ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। এ কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মোট ১৫৮৪০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী ১৯-০৫-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। প্রকল্পের মোট ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের মেয়াদ ৩১-১২-২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজ বর্তমানে দ্রুত এগিয়ে চলছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০১৫- ডিসেম্বর ২০২০) ১ম সংশোধিত	২০০০.০০ লক্ষ টাকা ।	১২৯০.৯৯ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৬৩.০০ লক্ষ টাকা ।	২৬১.২৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়	২৬১.২৫ লক্ষ টাকা ।	২৬০.৪২ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	২৬৩.০০ লক্ষ টাকা ।	-
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণের	১৫৮৪০ জন।	৭২০৮ জন।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৩২৬৪ জন।	৩৩৬৮ জন।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণের	৩৩৬০ জন।	-

০৮। ইউএনএফপিএ সাপোর্ট টু ডেভেলপ ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন ফর ইমপ্লিমেন্টেশন ন্যাশনাল ইয়ূথ পলিসি এণ্ড ইয়ূথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স প্রকল্প।

প্রকল্পটি ইউএনএফপিএ এর অর্থায়নে ৯ম কান্ট্রি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জামালপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও বগুড়া জেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল এ্যাকশন প্লান এবং ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স তৈরি করা। এছাড়া যুবদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যুবমহিলাদের লাইফ স্কীল এডুকেশন প্রদানের বিষয়ে পরিবার, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক স্টেকহোল্ডার ও গেটকিপারদের দৃষ্টিভংগি ও আচরণ পরিবর্তনে এ প্রকল্প কাজ করছে।
০১-১০-২০১৭ হতে ৩১-১২-২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (অক্টোবর ২০১৭- ডিসেম্বর ২০২০)	২৪০.০০ লক্ষ টাকা ।	১২.৪৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বরাদ্দ	১৬.০০ লক্ষ টাকা ।	১৩.৩১ লক্ষ টাকা ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ব্যয়	১৩.৩১ লক্ষ টাকা ।	১২.৪৫ লক্ষ টাকা ।
২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ	৮৬.০০ লক্ষ টাকা ।	-

অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

(ক) জাতীয় যুবদিবস ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে সকল

প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে **জাতীয় যুব পুরস্কার** প্রদান করা হয়। এ যাবৎ ২৯ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৩৯১ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এ বছর ২৭ জন সফল যুবক ও যুবমহিলা, প্রতিবন্ধী যুব এবং যুবসংগঠককে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(খ) আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঃ

পর্তুগালের লিসবনে ১৯৯৮ সালের ৮-১২ আগষ্ট অনুষ্ঠিত বিশ্ব যুব মন্ত্রীদের কনফারেন্সে ১২ আগস্টকে আন্তর্জাতিক যুবদিবস ঘোষণা করার জন্য জাতিসংঘের নিকট সুপারিশ করা হয়। লিসবন কনফারেন্সের সুপারিশের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৫৪/১২০ নং রেজ্যুলিউশনের মাধ্যমে ১২ আগস্টকে "আন্তর্জাতিক যুবদিবস" হিসেবে ঘোষণা করে এবং যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের জন্য সকল সদস্য রাষ্ট্রকে অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশে প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালন করা হয়।

(গ) যুব সংগঠন তালিকাভুক্তিকরণ ও অনুদান ঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মূল দায়িত্ব যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর পালন করে থাকে। যুবসংগঠনসমূহকে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক এদের তালিকাভুক্তি করা হতো। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর যুবসংগঠন তালিকাভুক্তির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১৮৩৫২টি যুব সংগঠন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুবসংগঠনসমূহকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত ১৯৮৫ সালে যুব কল্যাণ তহবিল গঠনের পর থেকে অদ্যাবধি ১১৬৪১টি যুব সংগঠনকে মোট ১৬ কোটি ৬৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। যুব কল্যাণ তহবিলের বর্তমান মূলধন পনের কোটি টাকা। কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাত থেকে ৭৪টি যুব সংগঠনকে ১০.৯৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে। অনুন্নয়ন খাতের আওতায় এ পর্যন্ত ২৩৮৮টি যুব সংগঠনকে ০১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

(ঘ) যুব সংগঠন নিবন্ধন ঃ

যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং যুব সংগঠনসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ গত ৩০-০৩-২০১৫ তারিখে জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ আইনের আলোকে যুব সংগঠনসমূহকে নিবন্ধন প্রদানের লক্ষ্যে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালার আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন কাজ জুলাই ২০১৭ হতে মাঠ পর্যায়ে শুরু করা হয়েছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ২৭৭১টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে।

(ঙ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(চ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক ঃ

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(ছ) জাতীয় যুবনীতি ঃ

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের জন্য নতুন যুবনীতির খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে কর্ম-পরিকল্পনা (এ্যাকশন প্ল্যান) প্রণয়নের কাজ চলছে।

(জ) কমনওয়েলথ পুরস্কার ঃ

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঝ) সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড ঃ

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ঞ) কাইযেন কার্যক্রম ঃ

কাইযেন শব্দটি দুটি জাপানী শব্দ Kai এবং Zen শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে ধারাবাহিক উন্নয়ন বা অব্যাহত উন্নয়ন। বিপিএটিসি এবং জাইকা এর যৌথ উদ্যোগে সরকারী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জনসেবার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ২০১৩-২০১৮ মেয়াদে আইপিএস-টিকিউএম নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে জাতি গঠনমূলক বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অন্যতম। কাইযেন ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ৬৪টি জেলার ২০২টি উপজেলায় কর্মরত উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টার এর উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ, আত্মকর্মসংস্থান এবং যুবসংগঠন গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে

ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। কাইযেন কার্যক্রমের আওতায় সফলভাবে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কাইযেন অফিসার এবং প্রধান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) টিকিউএম ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে জাপান সফর করেছেন।

অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প ঃ

০১। যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প ঃ

যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক্স তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করতে পারবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩২০০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা যানবাহন মেরামতের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৪৯৮.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০২। উপজেলা পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রকল্প ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা জেলা শহর কেন্দ্রিক। উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ এখনও সম্প্রসারিত না হওয়ায় গ্রামীণ যুবক ও যুবমহিলারা তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক এ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষিত বেকার যুবদের কম্পিউটার বিষয়ে অধিকহারে প্রশিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োজন। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্যের হার হ্রাসের নিমিত্ত মানবসম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বর্ণিত অবস্থায় গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণের জন্য এ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে দেশের সব উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের ২৫২টি উপজেলায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে ৪৫,৩৬০ জন শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট বিষয়ে ৬ মাস মেয়াদি বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ফলে একদিকে দেশে দক্ষ জনবলের চাহিদা পূরণ এবং অন্যদিকে বিদেশে দক্ষ জনবলের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম হবে। এছাড়া, প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৫৯৯৩.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৩। যুবদের কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর প্রকল্প ঃ

দেশে-বিদেশে প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডসমূহে প্রশিক্ষিত যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৩৪,৫৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলা প্লাম্বিং এণ্ড পাইপ ফিটিংস, ম্যাশন এবং ওয়েল্ডিং এণ্ড ফেব্রিকেশন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১০৯৪২.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৪। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নীতকরণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাঠ প্রশাসনের কর্মদক্ষতাবৃদ্ধি, বেকার যুবদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাদি সম্প্রসারণ, প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে যানবাহন ও আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৩১টি আবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংস্কার ও মেরামত এবং যেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্থানান্তর সম্ভব নয় সেসব জেলায় উপ-পরিচালকের কার্যালয় নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জেলা পর্যায়ে অবস্থিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ ও

জেলা কার্যালয়ের জন্য কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স মেশিন, যানবাহন, সেলাই মেশিন, প্রিন্টার, আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৩৬৬৫.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৫। হোটেল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প।

দেশে ক্রমবিকাশমান পর্যটন শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৭২০০ শিক্ষিত বেকার যুব উপকৃত হবে। ০১-০১-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২২ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৫১১২.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৬। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় হিসেবে ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের স্বাস্থ্য সম্মত কাজের পরিবেশ ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পে ১০৮, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ২০ তলা যুব ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২৩ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৮১৯৫.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৭। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (৭টি কেন্দ্র) ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৫৩টি জেলায় ৫৩টি আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। ৫৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৪৭টি কেন্দ্রে বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন, প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থানসহ বিভিন্ন অবকাঠামো রয়েছে। কিন্তু ৬টি কেন্দ্রে আধা-পাকা অবকাঠামো রয়েছে যা বর্তমানে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ফলে দাপ্তরিকসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া ১টি কেন্দ্রে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বহুতল একাডেমিক কাম অফিস ভবন নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। দেশের সকল আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একই রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪১৭১৪.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৮। কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্ব) ঃ
কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে। সফলভাবে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পের সাফল্য ধরে রাখা এবং দেশের ৫৭টি জেলার বেকার যুবদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে এ প্রকল্পের ২য় পর্ব বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। ২য় পর্ব বাস্তবায়িত হলে ৩২৯১৩০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪২৩৩২.৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

০৯। যুব সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

যুবদের জন্য পর্যাপ্ত সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ড ও বিনোদনের সুযোগ না থাকায় যুবরা সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ছে। যুবদের সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড হতে বিরত রাখার জন্য সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তাদের সচেতন করার নিমিত্ত যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করা হবে। একই সাথে যুবদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে তাদের বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়া যে সব যুব উপজেলা পর্যায়ে উদ্ভাবনী ও উন্নয়নমূলক কাজে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখছে তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হবে। এ লক্ষ্যে দেশে ৬৪টি জেলায় ৪৯৬টি উপজেলা এবং ২৪৮০টি যুব সংগঠনের মাধ্যমে কর্মশালা, এডভোকেসি সভা, পুরস্কার বিতরণ, বৃক্ষ রোপন ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন বিতরণের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টিসহ বিনোদনের জন্য খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের

আয়োজন করা হবে। যুবদের এসব কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সচেতন করা হবে যাতে তারা সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত না হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪,৪৬,৪০০ জন যুবক ও যুবমহিলা উপকৃত হবে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ১৭৫৬৮.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১০। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র জোরদারকরণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প ঃ

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারণ, সংস্কার এবং আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের অবকাঠামো সম্প্রসারিত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা উন্নত হবে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৩৫২৩.১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১১। যুব তথ্য বাতায়ন প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এ দেশের যুবদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ করা হবে। কেন্দ্রীয় ইয়ূথ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হতে সরকারী ও বেসরকারী যে কোন প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে। ০১-১০-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ২৪৮১.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

১২। বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজনের মাধ্যমে উন্নত গ্রাম সৃজন প্রকল্প ঃ

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৪৮৬টি উপজেলায় ৪৮৬টি গ্রামকে বেকারমুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খুলনা জেলার রূপসা ও কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় **বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন** ইনোভেশন ধারণাটি মাননীয় প্রদানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন দপ্তর ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ইনোভেশন ধারণাটির সুবিধা সারা দেশে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। ০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩১-১২-২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য ৪০৬৮৪.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

১। কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প ঃ

কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আর্ন্তজাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২। ইনকালকেটিং দি স্পিরিট অব ডেমোক্রেসি, একাউন্টএবিলিটি এণ্ড ট্রান্সপারেন্সি এমাং দি ইয়ুথ অব বাংলাদেশ ঃ

বাংলাদেশের যুবসমাজকে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ ও অভ্যস্থ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩। ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব স্মল ইথনিক'স ইয়ুথস থ্রু সাসটেইনএবল লাইভলিহুড ঃ

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে টেকসই জীবিকার ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৪। যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প ঃ

যুব কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য বেকার যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

আত্মকর্মী যুবদের গৃহিত প্রকল্পসমূহ টেকসই করে মাঝারি ও রড় প্রকল্প স্থাপন এবং উক্ত প্রকল্পে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প ঃ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে একটি বহুতল বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন ও নির্মাণ করা হবে।

৭। আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প ঃ

এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার হবে।

৮। বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৯। ট্যুরিষ্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প ঃ

বেকার যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১০। অবশিষ্ট ৫৮টি জেলায় ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ এবং পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

চলমান পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ জোরদার করা এবং দেশের অবশিষ্ট ৫৮টি জেলায় ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং প্রশিক্ষণ কোর্স সম্প্রসারণ এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১১। জেণ্ডার, এইচআইভি, এইডস, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রকল্প ঃ

জেণ্ডার, এইচআইভি, এইডস, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং জীবন দক্ষতা বিষয়ে যুবক ও যুবমহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

উপসংহার :

কোন দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সে দেশের যুবসমাজ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তিই হচ্ছে যুবসমাজ। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ এবং তাদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনার উপর জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি, সর্বোপরি ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অযুত সম্ভাবনার এ যুব সমাজকে কাজে লাগানো ছাড়া কোন বিকল্প আমাদের সামনে নেই। সে লক্ষ্যে অধিদপ্তরের কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত আরো বিস্তৃত করে দেশে এবং বিদেশে যুবদের অধিকহারে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যুবদের ক্রমাগত শহরমুখি প্রবণতা রোধকল্পে যুবদেরকে স্বীয় অবস্থানে রেখে বিভিন্ন উৎপাদনমুখি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। ফলে কর্মমুখি ও উৎপাদনমুখি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেকার যুবসমাজ একদিকে যেমন নিজেদের জন্য কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে, অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতেও সক্ষম হবে।

যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বর্তমান সরকারের অর্জন
(০১ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	কর্মকাণ্ডের বিষয়	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অর্জন	বর্তমান সরকারের অর্জন
০১.	বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৫৫,০১,৫৯০ জন	২৪,০৬,৬৪১ জন
০২.	প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২১,৩২,১৬৮ জন	৬,২১,৯১২ জন
০৩.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	১,৯৩,৯৮৫ জন	১,৯৩,৯৮৫ জন
০৪.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১,৯১,৬৫১ জন	১,৯১,৬৫১ জন
০৫.	ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	১৭১৯,৯২.৯০ লক্ষ টাকা	৮৮৬,৩১.৬৩ লক্ষ টাকা
০৬.	ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৯,০৯,০৩৩ জন	১,৯৯,৮৮৮ জন
০৭.	নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩১ টি	১২ টি
০৮.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৪ টি	১১ টি
০৯.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর উর্ধ্বমুখি সম্প্রসারণ	-	২৯ টি
১০.	উপজেলা কার্যালয়ে মোটর সাইকেল বিতরণ	১০৯১ টি	৬১৫ টি
১১.	ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	-	৬৪টি জেলা ও ৪৭৬টি উপজেলা
১২.	যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	১৮২০.৯৫ লক্ষ টাকা	১০৩২.৪০ লক্ষ টাকা
১৩.	অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৪০২৯ টি	৬০৫০ টি
১৪.	নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২৭৭১ টি	২৭৭১ টি
১৪.	তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮৩৫২ টি	১১৩৬৬ টি
১৪.	যুব পুরস্কার প্রদান	৩৯১ জন	১৪৬ জন
১৫.	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪১৫৬ জন	৩৭ জন
১৬.	নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪১৯৩ জন	২৮৫৯ জন
১৭.	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৩৩ টি	৩৭৮৮ টি
১৮.	পদোন্নতির সংখ্যা	১৬০ জন	৬৯ জন
১৯.	নিয়োগের সংখ্যা	৫২৮৬ জন	৩৪৩ জন

এক নজরে শুরু থেকে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ঃ

মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	৫৫,০১,৫৯০ জন।
মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	ঃ	২১,৩২,১৬৮ জন।
মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	ঃ	১৬৬,৬৬.৮৩ লক্ষ টাকা।
মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	ঃ	১৭১৯,৯২.৯০ লক্ষ টাকা।
মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	ঃ	৯,০৯,০৩৩ জন।
মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	ঃ	১৯৬,৩৮.৯০ লক্ষ টাকা।
আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	ঃ	৩৬৩,০৩.৭৩ লক্ষ টাকা।
ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	ঃ	৯৫.২৩ %
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	ঃ	১,৯৩,৯৮৫ জন।
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	ঃ	১,৯১,৬৫১ জন।
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	ঃ	১৬৬৩.১৬ লক্ষ টাকা ।
যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	১১,৬৪১ টি ।
যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	ঃ	১৫ কোটি টাকা।
অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	ঃ	১৫৭.৭৯ লক্ষ টাকা।
অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	২৩৮৮ টি।
যুবসংগঠন তালিকাভুক্তি	ঃ	১৮,৩৫২ টি।
নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	ঃ	২,৭৭১ টি।
যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	ঃ	১৭৫ জন।
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	ঃ	৩৯১ জন।
কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	ঃ	১৯ জন।
সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	ঃ	০২ জন।
আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা (নির্মাণাধীন ২টিসহ)	ঃ	৭১ টি।
আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	ঃ	৬০০০/- টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ভবন
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
Department of Youth Development
Juba Bhaban
108 Motijheel C/A, Dhaka.
Website - www.dyd.gov.bd